দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

কারমাইকেল কলেজে পুনর্মিলনী

শিবিরের হামলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পণ্ড ॥ আহত ২০ ॥ বহু ছাত্রী লাঞ্ছিত

॥ রংপুর সংবাদদাতা ॥

কারমাইকেল কলেজের পুনর্মিলনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিবির ক্যাডারদের হামলায় পণ্ড হয়ে গেছে। আহত হয়েছে ২০ জন ছাত্র। হামলার পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে ৩০ জন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে। প্রায় এক হাজার চেয়ার ও মঞ্চ ভাংচুর হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দুই দিনব্যাপী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শেষদিন শনিবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে শিবির ক্যাডাররা ষ্টেজে উঠে 'অনুষ্ঠান বন্ধ'র ঘোষণা করে। ছাত্র-দর্শকরা অনুষ্ঠান শুরুর দাবি জানালে ক্যাডাররা চেয়ার দিয়ে পিটাতে শুরু করে। পরে পুলিশের লাঠিচার্জে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। র‍্যাফেল ড্র' অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট হামলার নিন্দা জানিয়ে শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

প্রতিবাদ লিপিতে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বাসদ জেলা সমন্বয়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি পলাশ কান্তি নাগ, সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ বনিক, কলেজ শাখার সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু এবং সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির শিবির ক্যাডাদের পূর্ব পরিকল্পিত উস্কানিমূলক হামলার প্রতিবাদে তাদের শাস্তির দাবি জানান। এ ব্যাপারে পুনর্মিলনী উদযাপন কমিটির আহবায়ক কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মোজাম্মেল হক এ ঘটনায় কমিটির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্র)

কারমাইকেল কলেজে

(প্রথম পৃঃ পর)

সাংবাদিকদের জানান, ঘোষিত সময়ের আগেই অনুষ্ঠান বন্ধ করা নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পুলিশের উপস্থিতিতে তা ঠিক হয়ে গেছে। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে কমিটির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠান শেষ করার ঘোষণা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে কোতয়ালি থানার ওসি আলী আহমেদ হাসেমি জানান, অনুষ্ঠান বন্ধের জের ধরে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ দর্শকদের মধ্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশের হস্তক্ষেপে তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।